তারিখ 21 JUN 2017
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ২

শিক্ষায় বিনিয়োগে বাধা কোথায়?

শিক্ষা বাজেট | সাব্বির নেওয়াজ

সাংবাদিক

প্রস্তাবিত বাজেটে ব্যাপকভাবে জনপ্রত্যাশা থাকলেও সরকারের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুসারে শিক্ষকদের জন্য পৃথক বেতন স্কেল চালু, নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্তি, শিক্ষক নিয়োগে পৃথক পাবলিক সার্ভিস কমিশন গঠন, শিক্ষা খাতে নতুন কোনো প্রকল্প গ্রহণের আশ্বাস দেওয়া হয়নি। ২০১০ সালে পাস হওয়া জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১৮ সালের মধ্যে বাস্তবায়ন করার কথা ছিল। অথচ এ খাতেও কোনো বরাদ্দ নেই

শিক্ষা এবং শিক্ষক নিয়ে আমরা নানা গালভরা বুলি আওড়িয়ে থাকি। 'শিক্ষাই জাতীয় মেরুদণ্ড', 'শিক্ষকরা জাতি গড়ার কারিগর', 'শিক্ষা বিনে মুক্তি নেই' ইত্যাদি নানা কথা। তবে কাজের কাজটি করতে আমাদের তেমনটি আগ্রহ নেই। যে শিক্ষা নিয়ে আমরা এত বেশি কথা বলি, সেই শিক্ষার বিস্তার ও মানোন্নয়নে আমরা তেমনটি বিনিয়োগ করছি না। সরকারিভাবে 'শিক্ষায় সর্বোচ্চ বরাদ্দ' দেওয়া হয়েছে বলে বক্তৃতা-বিবৃতি দেওয়া হলেও বাস্তবতা একেবারেই ভিন্ন। শিক্ষা খাতে প্রকৃত বিনিয়োগ আদৌ বাড়ছে না। আর এ বিনিয়োগ বাড়াতে সামাজিকভাবে শিক্ষাবিদ, শিক্ষক, শিক্ষক সংগঠন এমনকি বেসরকারি সংস্থাগুলোও সরকারের ওপর কোনো 'প্রেসার গ্রুপ' হিসেবে কাজ করতে সফল হচ্ছে না।

অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত ২০১৭-১৮ সালের যে বাজেট দিয়েছেন, সেখানে এ সরকারের প্রণীত জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ বাস্তবায়নেরই কোনো রূপকল্প নেই, অর্থ বরাদ্দ তো নেই-ই। নিজেদের প্রণীত শিক্ষানীতি যদি এ সরকার নিজেরাই বাস্তবায়ন করে না যায়, তাহলে আমাদের আশঙ্কা জাগে, ভবিষ্যতে কখনও সরকারের পরিবর্তন ঘটলে সেই সরকার এ নীতি আদৌ বাস্তবায়ন করবে কি? এক সরকারের প্রণীত শিক্ষানীতি আরেক সরকার এসে ছুড়ে ফেলে দেওয়ার ইতিহাস তো আমাদের সবার জানা। আর এভাবে স্বাধীনতার পর আমরা পার করেছি টানা ৩৮টি বছর।

মাত্র গত মাসে শ্রীলংকা সফর করেছি। সেখানে শিক্ষার হার শতভাগ। বিমানবন্দরে নেমে হতচকিত হতে হয় সাধারণ হকার অথবা ট্যাক্সিক্যাব চালকদের ইংরেজি ভাষায় দক্ষতা দেখে। সত্যিই আমি অভিভূত। খোঁজ নিয়ে জানলাম, শ্রীলংকায় প্রথম শ্রেণি থেকে স্নাতক স্তর পর্যন্ত পাঠদান সম্পূর্ণ ফ্রি। স্নাতক-পরবর্তী উচ্চশিক্ষা সেখানে অর্থের বিনিময়ে গ্রহণ করতে হয়। কলম্বো ও ক্যান্ডি শহর এবং শ্রীপাডা প্রদেশের কয়েকটি বিদ্যালয় ঘুরে দেখেছি, ক্লাসে শিক্ষার্থীদের ভালোভাবে বোঝানো হয়। ক্লাসে পড়া তৈরি করে ক্লাসেই তা শিক্ষককে শোনাতে বা লিখে দিতে হয়। শিক্ষকরা মোটেও ফাঁকি দেন না। কোচিংয়ের নামে বিদ্যালয়ে কোনো বাড়তি অর্থ শিক্ষার্থীদের দিতে হয় না। সার্বিকভাবে দেশটিতে শিক্ষার বাণিজ্যায়ন হয়নি। এর মূল কারণ, সেখানে শিক্ষা খাতে সরকারি বিনিয়োগ মোট বাজেটের ২০ শতাংশ প্রায়।

অথচ আমাদের দেশে ঠিক উল্টো চিত্র। ক্লাসে শিক্ষার্থীকে ভালোভাবে পড়া বোঝানো হয় না। সরকারিভাবে বরাদ্দ কম হওয়ায় আমাদের দেশ শিক্ষার বাণিজ্যায়ন বাড়ছে। নতুন অর্থবছরের বাজেটে টাকার অঙ্কে কিছুটা বাড়লেও বাস্তবে শিক্ষার বাজেট মোটেই বাড়েনি, বরং কমেছে। শিক্ষা খাতের বরাদ্দ সর্বোচ্চ দেখাতে বাজেটে শিক্ষার সঙ্গে প্রযুক্তি খাতকে একীভূত করে দেখানো হয়। এ অবস্থা চলছে বিভিন্ন সরকারের আমলে। জিডিপির ৬ শতাংশ অথবা মোট বাজেটের ২০ শতাংশ অর্থ শিক্ষা খাতে বরাদ্দের জন্য আন্তর্জাতিকভাবে আমরা প্রতিশ্রুত হলেও এবারের বাজেটে আমরা জিডিপির মাত্র ২ দশমিক ৯৩ শতাংশ অর্থ শিক্ষা ও প্রযুক্তি খাতে বরাদ্দ দিয়েছি। আর প্রযুক্তি খাতের বরাদ্দটুকু বাদ দিলে এ শতাংশ আরও নিচের দিকে নেমে আসবে। অথচ জনবহুল এ দেশের জনগণকে জনসম্পদে পরিণত করতে চাইলে অথবা বর্তমান সরকারের প্রতিশ্রুত ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করতে চাইলে শিক্ষায় বিনিয়োগ প্রতি বছরই বাড়াতে হবে। সেখানে আমরা চলেছি উল্টোপথে। প্রশ্ন হলো, শিক্ষায় বিনিয়োগে আসলে বাধা কোথায়?

এবারের বাজেটে প্রস্তাব বিশ্লেষণ করে দেখা গেল, বাজেটে সর্বোচ্চ বরাদ্দ আসলে বৈদেশিক ঋণের সুদ পরিশোধ খাতে। একটি কখনও এককভাবে দেখানো হয় না। বাজেটের বড় অংশটিই চলে যায় সুদ পরিশোধ করতে। আর তারপরও নিত্যনতুন বৈদেশিক ঋণ আমরা গ্রহণ করে চলেছি। ঋণভিত্তিক নতুন নতুন প্রকল্প গ্রহণ করছি। জাতিকে পুনঃপুন ঋণের জালে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলছি।

শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারের দায়িত্ব মূলত দুটি। একটি হলো শিক্ষার বিস্তার, অপরটি শিক্ষার গুণগত মানের উন্নয়ন। আর এ দুটি কাজে প্রথমেই দরকার পর্যাপ্ত অর্থ। অথচ এ খাতে বরাদ্দ শতাংশের হিসেবে দিন দিন কমে যাচ্ছে। টাকার অঙ্কে বাড়লেও বাস্তবে শিক্ষা খাতে এবার সরকারি বরাদ্দ বরং কমেছে। কাগজে-কলমে ২০১৭-১৮ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটে সর্বোচ্চ বরাদ্দ এবারও শিক্ষা ও প্রযুক্তি খাতে। টাকার অঙ্কে তা ৬৫ হাজার ৪৪৪ কোটি টাকা। গতবারের সংশোধিত বাজেটের তুলনায় তা বেড়েছে ১৫ হাজার ১৫২ কোটি টাকা। মোট বাজেটের ১৬ দশমিক ৪ ভাগ অর্থ এবার এই খাতে ব্যয়ের পরিকল্পনা নিয়েছে সরকার। টাকার অঙ্কে বরাদ্দ বৃদ্ধি পেলেও মোট বাজেটের অংশ হিসেবে তা গতবারের চেয়ে কমে গেছে। সার্বিকভাবে এবার এ খাতে নতুন কোনো বড় সুখবর নেই। বেসরকারি শিক্ষকদের বহুল প্রত্যাশিত এমপিওভুক্তি খাতে এ বছরও নতুন বরাদ্দ দেওয়া হয়নি। জাতীয় শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের জন্যও পৃথক কোনো বরাদ্দ নেই। শিক্ষা খাতে বড় ধরনের কোনো নতুন প্রকল্পও হাতে নেওয়া হচ্ছে না। বরং চলমান প্রকল্পগুলো চালিয়ে নেওয়ার কথা বলা হয়েছে। এবারের বাজেট বক্তৃতায় অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত জাতীয়করণকৃত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর উন্নয়নে ১৪ হাজার ৮৬৪ কোটি টাকা ব্যয়ে দুটি প্রকল্প গ্রহণের সরকারি পরিকল্পনার কথা জানিয়েছেন। এ ছাড়া প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী, ১২০টি বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং ২৮৫টি বেসরকারি কলেজ সরকারিকরণের কার্যক্রম চালিয়ে নেওয়া, সার্বিক শিক্ষা খাতের মানোন্নয়নে অবকাঠামো নির্মাণ ও সংস্কার, ৫টি নতুন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন ও তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভৌত অবকাঠামো স্থাপনের পরিকল্পনার কথা জানান।

বর্তমান সরকারের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির অন্যতম ওয়াদা ছিল– প্রাথমিক স্তরে এনরোলমেন্ট শতভাগে উন্নীত করা। এ প্রতিশ্রুতি পূরণের প্রায় কাছাকাছি রয়েছে সরকার। তবে প্রধান কিছু প্রতিশ্রুতি সরকারের দুই মেয়াদেও অপূরণই থেকে যাচ্ছে বলে ধরে নেওয়া যায়। যেহেতু ২০১৭-১৮ অর্থবছরেও ওইসব বিষয়ে সরকারি কোনো বরাদ্দ রাখা হয়নি। আওয়ামী লীগের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ছিল, শিক্ষানীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, বেসরকারি শিক্ষক নিয়োগের জন্য পৃথক পাবলিক সার্ভিস কমিশন, শিক্ষকদের জন্য পৃথক বেতন স্কেল কার্যকর করা। বিভিন্ন মহলে 'নির্বাচনী বাজেট' বলা হলেও শিক্ষা খাতে প্রত্যাশিত কোনো পদক্ষেপই এবারের প্রস্তাবিত বাজেটে নেই। ২০০৮ ও ২০১৩ সালের নির্বাচনের আগে শিক্ষা খাতে দেওয়া ইশতেহারের বেশিরভাগ প্রতিশ্রুতিই এবারও পূরণ হচ্ছে না। বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নতুন এমপিওভুক্তি বন্ধ রয়েছে সাত বছর ধরে। এই সাত বছরে নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বেড়েছে কমপক্ষে আট হাজার। শিক্ষাসংশ্লিষ্ট সব মহলের প্রত্যাশা ছিল, ২০১৭-১৮ বছরের প্রস্তাবিত এ বাজেটে এ খাতে বরাদ্দ থাকবে। সংসদ সদস্যদের পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে সরকারের ওপর চাপ ছিল। তবুও নতুন এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভাগ্যের শিকে ছেঁড়েনি এবারও। প্রস্তাবিত বাজেটে ব্যাপকভাবে জনপ্রত্যাশা থাকলেও সরকারের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুসারে শিক্ষকদের জন্য পৃথক বেতন স্কেল চালু, নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্তি, শিক্ষক নিয়োগে পৃথক পাবলিক সার্ভিস কমিশন গঠন, শিক্ষা খাতে নতুন কোনো প্রকল্প গ্রহণের আশ্বাস দেওয়া হয়নি। ২০১০ সালে পাস হওয়া জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১৮ সালের মধ্যে বাস্তবায়ন করার কথা ছিল। অথচ এ খাতেও কোনো বরাদ্দ নেই। অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষাস্তর উন্নীত করতে পৃথক বরাদ্দও নেই। এ অবস্থায় একবিংশ শতাব্দী প্রকৃতই জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎকর্ষের যুগ। নতুন প্রজন্মকে জ্ঞানে আর প্রযুক্তিতে দক্ষ ও নৈতিক মূল্যবোধে সমৃদ্ধ আধুনিক মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে না পারলে ৩০ লাখ শহীদের রক্তের ঋণ কোনো দিনও শোধ হবে না।

sabbir.newaz@gmail.com